২১/৮/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আজাদ চৌধুরী

ভিসি আজাদ চৌধুরীকে সরানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত

মামুন-অর-রশীদ ॥ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩'র কারণে উপাচার্যের পদ থেকে বদলি কিংবা অপসারণ করা সম্ভব না হলেও এবার তাঁকে এই পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদে পাসকৃত আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একাধিক উপ-উপাচার্য নিয়োগের সুযোগটিই এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের সাদা দলের নেতৃবৃন্দ। সাদা দল নেতৃবৃন্দ এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলেও এ ক্ষেত্রে বাদ সেধেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর এবং

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ভিসি আজাদ চৌধুরীকে

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় চলছে। উপাচার্যকে সরাতে ছাত্রদলকেও কঠোরভাবে মাঠে নামানো হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটরদের ভোটে তিন সদস্যের একটি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি তিন সদস্যের এই প্যানেল থেকে একজনকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়াতে এখানে সরকারী প্রভাবের চেয়ে উপাচার্য নির্বাচনে সিনেটরদের ভূমিকাই মুখ্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বর্তমান উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে। নিয়মতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এবং সিনেটরদের কাছে বর্তমান উপাচার্যের একক অবস্থানের কারণে তারা এই দাবি থেকে সরে আসে। নতুন করে তারা এই এক দফা দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছে। এর নেপথ্যে বড় ধরনের পরিকল্পনার কথা জানা গেছে।

দু'সপ্তাহ আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদা দলের এক শিক্ষককে উপ-উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেয়ার দাবি জানিয়েছে। সাদা দলের শিক্ষকরা বিএনপি চেয়ারপার্সনকে বুঝিয়েছেন, বর্তমানে উপচার্যের বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলে ছাত্রদল তাঁকে বেকায়দায় ফেলতে পারলে পরে সাদা দল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আওয়ামী লীগ সরকার বিদায়ের দু'দিন আগেও সে সময়কার শিক্ষামন্ত্রী তাঁর একান্ত আস্থাভাজন জনৈক অধ্যাপিকাকে উপ-উপাচার্য হিসাবে নিয়োগের ফাইল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠালেও প্রধানমন্ত্রী তাতে অনুমোদন করেননি। তাঁকে উপ-উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দিলে আওয়ামী লীগ শিক্ষক গোষ্ঠীর নীল দলের রাজনীতির বারোটা বেজে যেত ভেবে তখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। উপ-উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ভোটাভুটির দরকার নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত ফাইল তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠায়। সেখান থেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতির কাছে এই ফাইল পাঠানো হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই সময়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর দেড় ঘণ্টা স্নায়ুযুদ্ধের সুযোগে

সাদা দলের শিক্ষকরা নতুন এই পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এগুচ্ছে। ১০/১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপার্সনের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের শিক্ষকদের সাক্ষাতকালে অন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি সমর্থক শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ সময় মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেছেন 'বুমেরাং হয়ে যেতে পারে।' অধ্যাপক আজাদ চৌধুরীকে উপাচার্য পদ থেকে সরাতে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের ক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ঘটবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা মোকাবিলা করতে পারবে না বলেও সাক্ষাত সভায় মন্তব্য করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিতে বিষয়টি তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ শিক্ষক বলেছেন, চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অবিবেচনাপ্রসূত কোন সিদ্ধান্ত এই বিশেষ সময়ে নিবেন না।